সমাপ্তি টেনেছেন করাচীর 'উম্মত' নামক পত্রিকায় লাদেনের সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে। চেগুয়েভারা, লেলিন, স্ট্যালিনের মতো বিন-লাদেনকেও একই কাতারে ফেলে পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে 'বিপ্লবী কমরেড' বানিয়ে ছেড়েছিলেন লাদেনকে! 'প্রগতিশীল' এবং 'নিরপেক্ষ' মজহার বিশ্বাস করতেন না ৯/১১ এর বিধ্বংসী ঘটনায় লাদেন জড়িত থাকতে পারে। কারণ তার ধারণা হয়েছিল, 'মুসলমান হিসেবে তিনি মিথ্যা কথা বলেন না।' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন ফরহাদ মজহারের এই আপাতঃ 'প্রগতিশীল' মুখোশটি উন্মোচন করেছেন শিল্পীর নিপুণতায়[৮] : পশ্চিমা পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের মূল লক্ষ্যবস্তু ধর্ম নির্বিশেষে সারা বিশ্বের শ্রমজীবী নিপীড়িত মানুষেরা নয়, প্রান্তিক ও বিপন্ন ইসলামই আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু; এই বিভ্রান্তি থেকে মজহার এমন এক জালে জড়িয়ে পড়েন যখন অতি সাধারণ সব প্রশ্নের উত্তর দেয়া সাধ্যাতীত হয় তার জন্য। কি উত্তর দেবেন তিনি যখন পুঁজিবাদ বা সাম্রাজ্যবাদ নয়, মুসলমানরা মুসলমানদের হত্যার উন্মত্ততায় মেতে ওঠে? মুসলিম উম্মাহর 'পবিত্র দেশ' পাকিস্তানের মুসলিম শাসকেরা যখন '৭১-এ তাদের ভাষায় বাংলাদেশের নিকৃষ্ট বাঙালি মুসলিম প্রধান জনগোষ্ঠীর ওপর গণহত্যা চালায়? ধর্মের নামে শুধু হত্যা নয়, নারী ধর্ষণকেও জায়েজ করে? সুদানের শক্তিশালী মুসলিম শাসকরা যখন একই দেশের দারফুরে কালো মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর গণহত্যা চালায়। ইন্দোনেশিয়ার মুসলিম কেন্দ্রীয় শাসকেরা যখন একই দেশের আচেহ প্রদেশে স্বাধিকার লড়াইয়ে রত মুসলমানদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র নিপীড়ন চালায়? যখন সুন্নি গোত্রভুক্ত ইসলামপন্থীরা অপর মুসলিমগোত্র শিয়া বা কুর্দিদের নিশ্চিহ্ন করতে হিটলারের মতো বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করে? কি উত্তর তার যখন ইরানের মোল্লাতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদের মূল শত্রু কমিউনিস্টদের নিধনে মেতে ওঠে ইসলামের নামে? কি বলবেন, মজহার যখন আমেরিকা ও পাকিস্তানের প্রত্যক্ষ মদদে লাদেন ও মোল্লা ওমর দেশটিকে মধ্যযুগীয় অন্ধকারে নিয়ে যায়? সাম্রাজ্যবাদ ও মৌলবাদের ইতিহাস ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করলে সন্দেহাতীতভাবে এই সত্য বেরিয়ে আসে যে, এদের মধ্যে যতই আপাতঃ বিরোধ থাকুক না কেন, তারা উভয়ই মানবতা, প্রগতি ও গণতন্ত্রের শত্রু এবং একে অপরের পরিপূরক। জেহাদ ও শ্রেণীসংগ্রামকে এক কাতারে ফেলে ধর্ম নির্বিশেষে নিপীড়িত মানুষের সপক্ষে দাঁড়াবার পরিবর্তে 'বিপন্ন' ইসলামের কথা বলতে গিয়ে সখাত সলিলে নিমজ্জিত ফরহাদের কাছে ওপরের প্রশ্নগুলোর উত্তর নেই।

সম্প্রতি গোলাম আযম আর ইনকিলাব যেভাবে ফরহাদ মজহারের প্রশংসা করে চলেছে তাতে বোঝা যায়, তিনি আসলে কাদের স্বার্থ রক্ষা করে চলেছেন[৯]। 'বিপন্ন ইসলাম'কে তুষ্টকারী তথাকথিত 'বামপন্থী প্রগতিশীল শুধু ফরহাদ মজহার একা নন, আরও অনেকেই আছেন। মার্ক্সের তত্ত্ব কপচিয়ে 'শোষিত প্রলেতারিয়েত' বিপন্ন ইসলামের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে এসব বামপন্থীরা নিজেদের অবস্থান ও দর্শনকে এক নিকৃষ্ট স্তরে নামিয়ে আনছেন, যেমনিভাবে একটা সময় অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদী ভাববাদকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেয়ায় প্লেটোবাদ এক নিকৃষ্ট দর্শনে পরিণত হয়েছিল। আর তার ফলে সাধারণ মানুষের প্রগতিকে ত্বরান্বিত না করে প্লেটোবাদ বরং প্রতিক্রিয়াশীল খ্রিস্টধর্মের বুদ্ধিবৃত্তিক সমর্থনের যোগান দিয়েছিল। রেনেসাঁর প্রারম্ভে প্রথম মানবতাবাদীরা যে বিজ্ঞানমনস্ক হতে পারেনি, তার জন্য দায়ী ছিল মূলতঃ প্লেটোবাদ। ঠিক একই ধরনের কাজ করছেন আজকের কিছু বামপন্থী মার্কসবাদীরা। প্রগতিশীল মানবতাবাদী আন্দোলনকে ভূলুণ্ঠিত করে তারা বরং প্রতিক্রিয়াশীল জেহাদী কর্মকাণ্ডকে তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সমর্থন যুগিয়ে চলেছেন। সাম্রাজ্যবাদ-তোষণকারীদের পাশাপাশি এই বামপন্থীদের অবস্থানটিও জোড়ালো বিশ্লেষণের দাবি রাখে বলে অনেকের মতো আমিও আজ মনে করি।

ড. শহিদুল ইসলামের বইটি নিয়ে বলতে গিয়ে রাজনীতিতে ঢুকে পড়তে হলো পথ হারিয়ে। আসলে আমার আজকের লেখার শিরোনামটিই হচ্ছে–'অলস দিনের ভাবনা'। ভাবনাকে তো আর গলায় বেড়ি পরিয়ে বেঁধে রাখা যায় না, তাই বোধ হয় 'পথ হারাবো বলেই এবার পথে নেমেছি' বলে আমার মাথা আজ পণ করেছে! তবে চিন্তা নেই, পথ হারালেও দেখবেন আবার নানা অলিগলিতে ঢু মেরে শেষে ফিরে আসব আমার চিরচেনা 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী'র রাজ্যে। বলছিলাম আমার বইটির রিভিউ নিয়ে। আমার দৃষ্টিতে আমার বইয়ের সবচাইতে পাণ্ডিত্যসুলভ পর্যালোচনা বা রিভিউটি লিখেছেন ড. বিপ্লব পাল। প্রথমে ইংরেজিতে, পরে এখন আবার সিরিজ আকারে লিখছেন বাংলায়। বিপ্লবের রিভিউ মুক্তমনাসহ অনেক জনপ্রিয় ওয়েবসাইটে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। ইংরেজি রিভিউটি তেত্রিশ পৃষ্ঠার বর্ণনা, গাণিতিক সমীকরণ আর ছবির বিশ্লেষণে ঠাসা। ড. অজয় রায়ের মতে, বিপ্লবের রিভিউটি শুধু 'রিভিউ' নয়, নিজেই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ।

শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চের উদ্যোগে আমার বইয়ের একটি প্রকাশনা উৎসব হয়ে গেল বাংলাদেশে গত ১৫ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদে। দুই শতাধিক লোকের সরব উপস্থিতিতে সে উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন ড. কবীর চৌধুরী, ড. আনিসুজ্জামান, বশির-আল হেলাল, মিজানুর রহমান, অরুণ দাশগুপ্ত, এএন রাশেদা, ড. শহিদুল ইসলামের মতো বিজ্ঞজনেরা। সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন–বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ড. অজয় রায়। তারা আমার বইটি নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন, সুচিন্তিত মত দিয়েছেন। আমার প্রাপ্তি সত্যই সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

এরা ছাড়াও অনেক পরিচিতজনেরা ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েব-সাইটে আর ফোরামে আমার বইটি সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাসূচক মন্তব্য করেছেন। কেউ বলেছেন, 'স্বপ্ন পূরণ' কেউবা আখ্যায়িত করেছেন 'ফাইনেস্ট বাংলা বুক অন দ্য টপিক', কেউ বা বলেছেন, 'প্রতিটি স্কুল-কলেজে পড়ানো উচিৎ', কেউ বা আবার এমনও মন্তব্য করেছেন– 'এমন তথ্যবহুল, রোমাঞ্চকর আর প্রাঞ্জল লেখা বাংলা সাহিত্যে আগে কেউ লেখেনি!' আমি অনুমান করতে পারি মুক্ত-মনার মাধ্যমে অনেকের সাথেই আমার বন্ধুত্বসুলভ একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠায় অনেক বাড়িয়ে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তারা এগুলো বলছেন। আমি এর কোনওটিরই যোগ্য নই।

আমি ভেবেছিলাম নাটকের এখানেই শেষ। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে নাটকের আসল মজা শুরু হলো বইটা বেরুবার মাস খানেক পর থেকে। আমি ভেবেছিলাম আমার বইটার পাঠক থাকবেন ঢাকা শহরের মুষ্টিমেয় এলিট শ্রেণীর কিছু সদস্য, আর হয়ত আমার কয়েকজন পরিচিত বন্ধু-বান্ধব যাদের ফোন করে করে অনুরোধ করতে হবে–'দোস্ত আমার বইটা বেরিয়েছে, কিনিস কিন্তু'। তারপর হয়ত কালের আবর্তে আমার বইটি হারিয়েই যাবে। আমার ভুল ভাঙল যখন বাংলাদেশের দূর-দূরান্ত থেকে আমার কাছে ই-মেইল আসা শুরু করল। শিহাব নামের এক ভদ্রলোক সুদূর সিলেট থেকে আমাকে বিশাল এক মেইল করে কৃতজ্ঞতা জানালেন এই বইটি লিখবার জন্য। সৌরভ নামের এক ডাক্তার ভদ্রলোক নিউইয়র্ক থেকে প্রায় একই রকমভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে আমাকে সম্মানিত করেছেন। একটা সামান্য বই লিখে যে পাঠকদের এতো কাছাকাছি যাওয়া যায় আমার জানা ছিল না। বইয়ের প্রকাশক জানালেন, আমার বইয়ের নাকি তিনশ' কপি ইতোমধ্যেই নিঃশেষিত। তারা নাকি বইটির দ্বিতীয়-সংস্করণে হাত দিয়েছেন। আমি তো অবাক। পরবর্তী বছরের একুশের বইমেলার আগেই হয়তো আমার বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়ে যাবে। এই সংস্করণে পাঠকের ভাবনা জাগানোর মতো আরও কিছু নতুন উপাদান হাজির করবার প্রত্যাশা রাখি।

রবীন্দ্রনাথ দিয়ে শুরু করেছিলাম, আবার তাতেই ফিরে যাই। আমার 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' সিরিজটা শেষ হওয়ার পর 'প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমার প্রাণে' নামে আমি আরেকটা সিরিজ শুরু করেছিলাম। এই শিরোনামটাও রবীন্দ্রনাথের আরেকটা গান থেকে চুরি করা। 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' মূলত: ছিল মহাবিশ্ব সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। আর 'প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে' লেখা হয়েছিল পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টির বস্তুবাদী ধারণাগুলোকে সমন্বিত করে। আমি চাইছিলাম সিরিজ দু'টি একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে, ঠিক যেমন আরজ আলী মাতুব্বরের